ভূমিকা।

গ্রন্থ-প্রণয়ন ব্যাধির সংক্রামিকা শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়াতে "প্রলাপ" আজ সাধারণ সমীপে উপস্থিত হইল। ইহা যে সাহিত্য জগতের জঞ্জাল অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করিবে তাহা উত্তমরূপ জানি। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—জানিয়াও এরূপ করিলাম কেন? উত্তর প্রথমেই উক্ত হইয়াছে।

অধিক ভূমিকার প্রয়োজন নাই। এক কথা বলিবার আছে, গ্রন্থ-বিবৃত ঘটনাটি স্বপ্ন-কল্পিত।

ইতি গ্রন্থকারস্য।

ভবানীপুর
১৫ই আষাঢ় ১২৯২

কবিতা গ্রন্থ

শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

দেব ।

অমর অপর সম্পূর্ণ স্বরগ সুন্দরী——

মন্দার মোহিনী বালা   স্ফুট পরিজাত মালা

নিরন্তর যে দুর্লভ চরণ সাজায়—

মানবের প্রীতিমাখা   কুরূপ—অজ্ঞান ঢাকা

কানন-মুকুল কভু পড়েনা কি তায় ?

মন্দার সুরভি-শ্বাস   নাহি কি প্রীতির পাশ ?

ভকতি কি পারেনা গো অজস্র ধারায়

ঢালিতে নন্দন ঘ্রাণ বন কলিকায় ?

নদ নদী নিরন্তর যে চরণে চলে

প্রাণ উপহার দিতে ;   দুর্ব্বল নির্ঝর চিত

সে পায় লুকাতে প্রাণ বাসনা উথলে

হয় না কি পূর্ণ তাহা ?   দরিদ্র নিঝর আহা !

ক্ষীণ কণ্ঠ গীতি তার পড়েনাকি ঢলে

অনন্ত গগন ব্যাপী সাগর কল্লোলে ?

(তারে) জলধি নিদয় কিগো ক্ষুদ্র প্রাণ বলে ?

দুরাশা-বিহার ক্ষেত্র মানবের মন

"তুচ্ছ বালুকণা'পর পড়িলে চন্দ্রমা কর
উজ্জ্বল হীরক প্রভা করে সে ধারণ—
ঘন বনভাগে থাকি' রজনীর ছায়া মাখি"
খদ্যোত স্বর্ণ খণ্ড উজলে কানন—
দরিদ্র "প্রলাপ" তবে যদি ও চরণ লভে
কেন দরিদ্রতা তার না হবে মোচন ?"
হাসি' পলাইল আশা তুবিয়া শ্রবণ।
দুরাশা প্রমত্ত তাই ([illegible] ?—মার্জ্জনা চাই)
উপহার ধরি' করে আনিল এখন—
কাতর হবে কি দেব ! পাইলে চরণ ?।

প্রলাপ।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

(১)

প্রদোষ প্রমোদময়
বাসন্তী মাধুরী সহ যামিনীর কোলে
লুকাইল দেহ আপনার
বহিল পবন নৈশ মৃদুল হিল্লোলে ॥
বিমানে বিমল শশী
সহ তারাবলী
মরতে শিশির-সিক্ত
ফুল-ফুলকলি
তুলিল হৃদয় খুলি হাস্যের লহরী ;
হাসিতে মিশা'ল হাসি শুভ্রা বিভাবরী ॥

(২)

কুহু কুহু কুহু স্বরে
গাইল কোকিলবধূ মানস ভেদিয়া –
ডুবিল সে মধুমাখা গান
অনন্ত গগনপথে দিগন্ত ব্যাপিয়া ;
নাচাইল, কাঁপাইল,
সে মধুর ধ্বনি—
নিশা সমাগমে ঘন
সুষুপ্ত ধরণী
উরধে তারকানাথ গগন প্রাঙ্গণে,
শিহরি' হাসিল যেন মধুর নিস্বনে॥

(৩)

প্রকৃতি গম্ভীরবেশা
ভয়ঙ্করী যামিনীর ভীষণ শাসনে,
ধরিল গম্ভীরতর বেশ
স্তব্ধতায় লীন হ'ল জগ-জীবগণে ॥
নিশা-প্রিয় সহচরী
নিদ্রা কুহকিনী
কি জানি কল্পনা কিবা
করিয়া পাপিনী

নির্ব্বিবাদে নিশাসনে অভীষ্ট সাধনা
করিতে হরিল যেন মানব চেতনা।

(৪)

"কি হলো? কি হলো?" বলি'
পাপিয়া পীযূষকণ্ঠ করিল প্রকাশ;
"পলকে প্রলয়হলো"
ডাকে পাখী পুনঃ
"জগত চেতনা হীন! একি সর্ব্বনাশ?"
বিনোদিনী বিহঙ্গিনী
চারু ফুলবনে
তুলিল তরল তান
পাপিয়ার সনে
চিরন্তনী নৈশ শান্তি ভাঙ্গিয়া সে ধ্বনি
প্লাবিল আকাশতল সমগ্র ধরণী॥

(৫)

মোহিনী মোহন মালা
(স্নিগ্ধ লাবণ্য মাখা কিশোর যৌবনা—
সাজাইতে স্ফীত বক্ষঃ স্বীয়)
দোলাইয়া হেমাঙ্গিনী নলিন-নয়না—
অগাধ নিদ্রার ঘোরে
এলায়ে বসন

ঘন ঘন বিকম্পিতা

চমকি' যেমন

পরকাশে চারুশোভা ; সরসী বিমল

লহরী-মালিনী তথা শোভিছে উজ্জ্বল।

(৬)

"কলঙ্কি ! নিলাজে ! ছি ছি !"

চাঁদের শশাঙ্ক প্রতি চাহি' কুমুদিনী

ভাসিল অপাঙ্গে দুখ

মানস-ভুলান হাসি হাসি' সুহাসিনী

"এ কেন কলঙ্ক লয়ে

বহিতেছ সাথে

আবার আমার প্রতি

চাহ কোন মুখে ?"

মরি কোথা যাব ? ওমা ? বাঁচিনা শরমে

কাজ কি কলঙ্কী চাঁদ ? অপবিত্র প্রেমে ?"

এহেন সময়ে, নীরব নিশীথে

আসি উত্তরিনু ভ্রমিতে ভ্রমিতে

ভাগীরথীতীরে, ললিত লহরী

খেলিছে দেখিনু, তুলিয়া মাথা ;

এধারে ওধারে সুদূর অম্বরে
চূর্ণ মেঘমালা শোভে স্তরে স্তরে
হিমাদ্রিশিখরে ভগ্ন হিমস্তূপ
সারে সারে যেন রয়েছে গাঁথা ;

গগনকাননে জ্বলন্ত উজ্জ্বল
তারাফুল গুলি রাজিছে নির্ম্মল
স্থলপদ্ম সম, কনকনির্ম্মিত
তা'সবারমাঝে শোভিছে শশী ;

বিমল কিরণে ভাতি'ছে গগন,
ভাতি'ছে পৃথিবী, পর্ব্বত, কানন,
দ্বিগুণ ভাতি'ছে সে কিরণ ছটা
জাহ্নবী-অমল-সলিলে পশি' ॥

নিথর নদীতে, নাচিয়া নাচিয়া,
অসংখ্য তরণী চলেছে ভাসিয়া,
দীপমালা গলে, অতল সলিলে
কি জানি কি সুখে প্রমত্ত তারা ;

পুলিনে বসিয়া, নদীর শোভায়
কাহার চিত্ত না ভাবে ডুবে যায়
একান্ত মানসে, বিধাতার খেলা
দেখিতে ছিলাম আপন হারা।

সহসা নয়ন করি উত্তোলন
দেখিনু পশ্চাতে যুবা একজন
জানিনা কিভাবে, নবীন সন্ন্যাসী
বকিছে প্রলাপ পাগল প্রায়;

কৌতুক দেখিতে, বেড়'চারিধারে
জনকত'লোক ঘিরেছে যুবারে,
রহস্য জানিতে, আমিও উঠিয়া
অবোধ পাগলে দেখিনু হায়—

জটা পড়া পড়া মাথে রুক্ষ কেশ
এলো থেলো আহা পাগলের বেশ,
বিনোদ বদনে, বিষাদ কালিমা
উজ্জল রেখায় অঙ্কিত করা;

যৌবন লাবণ্য দেহে বিভাসিত,
প্রশস্ত ললাট, চিন্তাবিকুঞ্চিত
ধুলায় ধূসর হেম কলেবর
গ্রথিত মলিন বসন পরা।

আয়ত লোচন, চারু দীপ্তিময়
জ্বলিতেছে যেন ; দীর্ঘ ভুজদ্বয় ;
সুবিশাল বক্ষঃ, উন্নত কন্ধর,
মহত্ত্ব লক্ষণ সকলি প্রায়—

সুন্দর অঙ্গুলি, চম্পকের কলি,
সুকুমার দেহ—ননীর পুতলী,
কিদোষে বিধিরে, এ কঠোর লিপি
অভাগার ভালে লিখিলি হায় ?

কখনবা কাঁদে, কখনবা হাসে
কখন পাগল প্রাণের উল্লাসে
নেচে নেচে গায় সুমধুর তানে
গগন ছাইয়া সে ধ্বনি ওঠে ;

তৃণে নিরখিয়া, রাজসিংহাসনে
কখনবা বসে প্রফুল্ল আননে ;
বিষম-বিষাদ-প্রপীড়িত সম
ডুবিতে গঙ্গায় কখন ছোটে ॥

আঁধারি' সহসা, বিমল বিমান
উপাড়ি' শশীরে করে খান্ খান্
শিখা 'তে সুবিধি মূর্খ বিধাতায়
কখন বা আনে সজোরে ধরে ;

আরক্ত নয়নে, ভীষণ আজ্ঞায়
কখন নদীরে উজানে বহায়,
বিবসনা করি' কভু প্রকৃতিরে
সাজায় আপনি যতন করে ॥

সাজি'বনমালী ব্রজ বালা সনে
কভু লীলা করে নিকুঞ্জ কাননে,
যমুনা পুলিনে, কদম্বের মূলে
কভু বালাদের বসন হরে ;

উঠিতে থাকিল করি ঘন ঘোল
দর্শক সমূহে হাস্যের কল্লোল—
ওই শোন শোন, কি বকে পাগল ?
শ্রোতাবৃন্দে চাহি ভ্রূকুটী করে।

"ভারতে শমন ? তোরা তার দাস
সোনার ভারতে শমনের বাস ?
আকাশের তারা ! তোরাও শমন
হাসিস্ কেমনে শুনি একথা ?

যদি যম্ হস্ হাস্ বসে বসে
নতুবা জ্বলন্ত শীঘ্র পড় খসে
জ্বলুক পৃথিবী জ্বলুক ভারত
পুড়ে নাশ হোক ? ঘুচুক ব্যথা।

পাগল ! আমারে ভেবেছে পাগল ?
পাগল মানবে ভেবেছে পাগল ?
পূর্ণিমার চাঁদ ভেবেছে পাগল ?
তাই সবে মিলে মুচকি হাসে" ;

চকিতের ন্যায় বাক্য অবসানে
ছুটিল পাগল ভাগীরথী পানে
সম্বোধি' তটিনী পুনঃ আরম্ভিল
বক্তৃতার ঘটা মৃদুল ভাবে।

"বল্ দেখি মাগো! অনন্ত বাহিনী!
পুরাবৃত্ত কথা প্রাচীন কাহিনী
সকলি জানিস্ সব দেখেছিস্
বল্ মা অবোধে মিনতি করি;

ঘিরেছে আমারে মানব রাক্ষসে
তাই প্রাণভয়ে ছুটে ঊর্দ্ধশ্বাসে.
জুড়াতে এলেম ভয়ার্ত্ত হৃদয়
কই কথা কনা চরণে ধরি?

বাঁধিয়া পঞ্চমে আলাপিয়া তান
মধুর বীণায় করিতগো গান
পূর্ব্বতন কীর্ত্তি, পূর্ব্বের গৌরব
কবিকুল-গুরু বাল্মীকি মুনি;"

তোর বক্ষোপরে ভাসিয়া ভাসিয়া
চলিত সে ধ্বনি গগন ছাইয়া
প্রবল তরঙ্গে আমোদে ফুলিয়া
উঠিতিস তুই সে গীত শুনি।

শুনিত অচল জলচরগণ
হরযে রক্তিম সগর্ব্ববদন
আদিতেয়বৃন্দ অমরা হইতে
রোমাঞ্চিত হ'ত শুনি সে ধ্বনি॥

কত শত বীণা বেজেছে সুধীরে
কত শত তার ছিঁড়েছে এতীরে
কত শত কবি গেয়েছে মধুর
বাণীপুত্র প্রিয় ভারতমণি॥

প্রোথিত কিরীতি পাণ্ডুপুত্রগণ
ভীম কুরুক্ষেত্রে সমর প্রাঙ্গণ
যবে দলেছিল গর্ব্বিত কৌরবে
তখন (ও) তুইমা এমনি ছিলি—

পঞ্চনদোপরে যবে আর্য্যগণ
করেছিল নিজ বসতি স্থাপন
ভীম ভুজবলে কাঁপায়ে মেদিনী
তখন (ও) তুইমা এমনি ছিলি।

"আর্য্য"—যেনামে গো লহরে লহরে
শিরায় শিরায় তড়িত সঞ্চরে,
জ্বলন্ত স্মৃতির জ্বলন্ত চিত্রেতে
জ্বলন্ত অক্ষরে যেনাম আঁকা,

রবি শশী তারা যাবত গগনে
হিমাচলশির যাবত নিমনে
না হেলে ;—পৃথিবী প্রলয় তরঙ্গে
না ডুবে যাবত ;—দীপতি মাখা

যে স্মৃতির তরু মানস কাননে
(বাসবের ভীম বজ্র প্রহরণে—
ত্রিশূলী-ত্রিশূল-দগ্ধ-দাবানলে
রহিবে উন্নত—হবেনা নাশ ;

ভ্রম বনে বনে, গম্ভীর গহনে
যাও বিন্ধ্যাচল, উচ্চ নিকেতনে—
কিম্বা সিন্ধুমাঝে—দেখিবে বিরাজে
　　যে আর্য্য-কুসুম-সুগন্ধ বাস ;—

কল্পনা-জনিত মিথ্যা ইতিহাস
যেনাযে এখন উঠে উচ্চহাস
সেই আর্য্যকুল—ভারত নন্দনে
　　দীপ্ত পরিজাত—একত্রে মিলি'

আত্মীয়-অপর প্রভেদ বিসরি'
বিসরি' জাতিত্ব—প্রাণপণ করি'
লভেছিল যবে উচ্চযশঃ সীমা
　　তখন (ও) তুইমা এমনি ছিলি।

সুধাই মা তোরে সত্য কি সে কথা ?
ছিল প্রমোদিতা সে সুখ বারতা
শুধু কি অলীক ? বুঝা'য়ো অবোধে
　　তুইতো জননী জানিস সব !

দেবতাতুলিত, সুখস্বাধিনতা
ভারত প্রলাপ (মিছে মাথা ব্যথা)
সত্য কি ভারতে বিরাজিত ছিল ?
আড়ম্বর মাত্র নহে কি সে রব ?

আঁধার আবৃত ভারত গগনে
প্রদীপ্ত করিয়া উজল কিরণে—
প্রগাঢ় তিমির প্রযোদে ভেদিয়া
উদিত কি সূর্য্য কিরণ মালী ?

সত্যকি শশাঙ্ক কলঙ্ক মুছিয়া
সাধের ভারতে দিতে উজলিয়া,
দিগঙ্গনাদলে মাখা'য়ে কিরণ
হাসাইয়া বিশ্ব—যামিনী-মোহন
হেমবিভাকান্তি—উদয় শিখরে
উদিত গো আদি প্রফুল্ল অন্তরে ?
ভারত সম্পদ—ভারতের সুখ
চারু দীপ্তিমাখা ভারতের মুখ

দেখাইতে,—সপ্ত অম্বর নিকরে
সাজা'রে তারকা রাখি' চারিধারে,
অতুল উল্লাসে কৌমুদী ভূষণ
সোনার বরণ—সোনার কিরণ
ভারে ভারে কিবা দিতগো ঢালি?

তুইকি জননী সত্য সে সময়
কল কল নাদে ভারত বিজয়
গাইতে গাইতে অতল সাগরে
জীবন-প্রবাহ ঢালিবার তরে
ছুটিতিস চারু তরঙ্গ তুলি ?

আর্য্যের-ভারত-বিজয়-কেতন
হিমাদ্রি অচল—পরশি' গগন
আরাতি-হৃদয়-জলধি আঁধারি
প্রভঞ্জন সম উত্তেজিত করি'
করিত কি মহাভীতি উদ্দীপন ?
মধুর নিনাদে ভারত পবন
দশদিশি বেড়ি', কাঁদায়ে, নাচায়ে,

শূন্যে, নভস্থলে, পর্ব্বত কন্দরে,
সে সুখের কথা, প্রমোদ বারিতা
গাইত কি মাগো আমোদে ঝুলি'?

সত্য কি এসব ? যদি সত্য হয়
বুঝা'য়ে আমার জুড়া' মা হৃদয়
ভারত-সন্তান কোমলতাময়
সে বীর্য্য ভীষণ পেলে কোথায় ?

কমল-কোমল-কমনীয় করে
যাদের সন্ততি লেখনিই ধরে
কেমনে তাহারা (যুক্তি ছাড়া কথা)
সশস্ত্র করেগো সমরে যায় ?

নহি বৈজ্ঞানিক—জানিনা বিজ্ঞান
তর্ক,—[illegible],—[illegible],—পুরাণ,
কবির কল্পনা—কাব্য-আলোচনা
কিছুই জানেনা মানস মোর ।

আছিমা আঁধারে, থাকিব আঁধারে
পাগল পাগল (ই) থাকিবে সংসারে—
তবে যা শুনিব তাহাই শিখিব
তাহাতেই চিত্ত হবে বিভোর।

বিজন গহনে—স্তব্ধতম বনে
আপনিই ভ্রমি আপনার মনে,
কলকণ্ঠী বন বিহঙ্গিনী সনে
গাইয়া আপনি মোহিত হই ;

বিপিন বিহারী শ্বাপদ প্রকরে
তুলেছি মিত্রতা উচ্চতম স্তরে
কিছুনা বুঝিলে তোর তীরে আসি'
কাছে বসি' তোর বুঝিয়া লই"।

ক্ষণেকের তরে যুবা নিরখিল
ভীম প্রতিধ্বনি বিমানে ছুটিল—
নিমেষের মাঝে ভুবন ভ্রমিয়া
শূন্য ক্রোড়ে খালি হইল লীন্

আবার প্রলাপ জাগিয়া উঠিল
আবার সে কণ্ঠ সুধীরে ধ্বনিল
মৃদু করাঘাতে যেনরে কাঁপিল
ললিত নিহ্রাদে মধুর বীন্।

"রাজস্থান লীলা ? অতুল কীরিতি
সমগ্র ভারতে গৌরব বিস্তৃতি—
যশোভাতি যার ত্রিদিব বেড়িয়া
তাওকি যথার্থ ? অলীক নয় ?

পশিলে শ্রবণে যেবীরত্ব গান
নির্জীব হৃদয় (ও) হয় কম্পমান,
শিরায় শিরায় প্রতি ধমনীতে
উগ্রতেজে যার শোনিত বয় ;

ইন্দ্রজাল সম অদ্ভুত কাহিনী
যেসব বিবৃতি চিত্ত প্রসাদিনী
কল্পনা নয়নে এখন (ও) সমুখে
নবীন বলিয়া প্রতীতি হয় ;

যার বীরদাপে—ভীম পরতাপে
এখন (ও) ধরনী থর থরি কাঁপে,
বাসবের বজ্র—শিবের ত্রিশূল
বিধাতার চক্র—বিক্রমে অতুল
ডরেনি যাহারা স্বকার্য্য সাধনে—
ডরেনি যাহারা জীবন বর্জ্জনে—
নিভৃত কন্দরে, নিবিড় কান্তারে
দুর্গম গহনে, জলধির ধারে,
প্রলয়ের ছবি নিদাঘ রবির
প্রচণ্ড কিরণে বিদগ্ধ শরীর
মানেনি যাহারা ; গভীর নিশাতে
ধরিয়া মস্তকে হিমানি-সম্পাতে—
অভীষ্ট সাধিয়া, যে রাজপুত দল
ভারতের নাম করেছে উজ্জল ;
পরের জীবনে আপন জীবন,—
পরের কারণে স্বার্থ বিবর্জ্জন—
পরের কারণে আত্ম বিসর্জ্জন—
শিখায়েছে যারা অসার ভারতে
তা'দের কথা কি অলীক নয় ?

স্বদেশের তরে বিপদ পাথারে
অতল দুস্তর, ভাসি' চারিধারে
ডুবেছে যাহারা সহর্ষে উল্লাসে ;
সুখ, রাজভোগ, স্বদেশের আশে
জগতের মায়া অবাধে ছেদিয়া,
অবাধে হৃদয় পাষাণে বাঁধিয়া,
আপন শোণিত অরপণে হায়
জন্মভূমি পাশে লইয়া বিদায়,
অনন্ত ত্রিদিবে পশিয়াছে যারা—
সত্য কি জননী ? সত্যকিগো তারা
ভারত সন্তান ? দেবতা নয় ?

যাহাদের দুঃখ—সহিষ্ণুতা-কথা
চির নির্ব্বাসন—প্রমাদ বারতা
পশিলে যারেক শ্রবণ বিবরে
মানব হৃদয় দূরে থাক্—পরে
শুষ্ক পাষাণেও সলিল নিঃসরে,
পাশব চিত্ত (ও) ভাঙ্গে স্তরে স্তরে,
তারাও কি দেবি !—দেবতা নয় ?

আর্য্য পৃথুরায়—দীল্লির গগনে
প্রভাতী তপন—কণক কিরণে
এক প্রান্ত হ'তে অপর অবধি
বিভূষি' ভারতে—নিবিড় নীরধি
হিমাচল শ্রেণী—আঁধার অটবী
স্বর্ণীভূত করি'—সে গৌরব ছবি
প্রতপ্ত করিয়া ভারত শোণিত
হয়েছিল নাকি পূরবে উদিত ?
হ্যাঁগা সে কেমন—কেমন কথা ?

কাল থানেশ্বরে—ভাগ্যচক্রদোষে
শুনেছি সে রবি পড়েছিল খসে ;
অনন্ত বিপ্লবে—অনন্ত আঁধারে
অনন্ত বিলাপে—ঘোর হাহাকারে
ভাসা'য়ে মেদিনী ; মূর্ত্তিমান পাপ
কুলের কর্জ্জল—শঠতা-প্রতাপ
দুষ্ট জয়চাঁদ-অভীষ্ট সাধিয়া
অমরত্ব লভি' মানব হইয়া—
অনন্ত নিদ্রায় ঢেলেছিল প্রাণ—
তা'রা কেমন ? কেমন কথা ।

রাণাকুলচূড়া—ভীষণ প্রতাপ
প্রাতঃস্মরণীয়—পবিত্র প্রতাপ,
শিশু যুবা বৃদ্ধ জরা-প্রপীড়িত
যার গুণগানে অদ্যাপি মোহিত ;
(সুমধুর তানে—বিহগ কাননে
উচ্চহ্রেষা রবে—বনচর গণে
কল কল নাদে তটিনী অবধি
উত্তাল তরঙ্গে প্রবল জলধি—
হিমানি-নীপাতে গিরি উচ্চকায়
বিমল প্রপাত অজস্র ধারায়—
বনবৃক্ষলতা ফুলকুল ধীরে
শিশির সম্পাতে ; আজ (ও) নতশিরে
দিবস শর্ব্বরী যার লাগি কাঁদে)
সত্য মিথ্যা দেখি ! কিজন তার ?

চিতোর ? আমরি চিতোরের লাগি
জনমের মত হইয়া বিবাগী
তেজি সিংহাসন শুনেছি সে বীর

তৃণময় আহা কানন কুটীর
করেছিল সার ; বসন, ভূষণ,
রাজ পরিচ্ছদ, অঙ্গ আভরণ,
পাসরিয়া সব, উদাসীন বেশে
কাননে কাননে, এদেশে সেদেশে
উপত্যকা ভূমে, উন্নত শিখরে
শ্বাপদ সঙ্কুল-পর্ব্বত গহ্বরে
হৃদয় প্রতিমা—শিশু পুত্রসনে
প্রহৃষ্ট মানসে—চিরনির্ব্বাসনে
অতুল সাহসে পশেছিল নাকি ?
বিপদে—সমরে—অটল—একাকী
তরবারি যার আরাধ্য দেবতা
সাথে করি, ধৈর্য্য, দৃঢ় নির্ভীকতা,
বীরত্ব, প্রতিজ্ঞা, অধ্যবসা বলে
কাঁপাইয়া ছিল অসংখ্য মোগলে ;
এ চিত্রেও দেবি ! বুঝাও আমারে
কতটুকু সার ? কত অসার ?

মহারাষ্ট্রদীপ—শীবজী চতুর
স্মৃতি-উদ্দীপনা—চারুতা মধুর
অদ্যাপি যে নাম বরষে মানসে,
অদ্যাপি যেনাম শ্রবণ পরশে
তালে তালে মৃদু নাচায় হৃদয়—
নাচায় ধমনী উষ্ণ শিরাচয়—
দাক্ষিণাত্যবন যে বৃক্ষ প্রভায়
স্বরগনন্দন সমতুল হায়
হইতে বাসনা করেছিল চিতে ;
সামান্য কানন পাদপ হইতে.
শাল্মলী উচ্চতা-শৌর্য্য-বীর্য্য-বল
জিনিল যে তরু ; ছুটিল বিমল
কীর্ত্তিকুসুমের সৌরভ বিভাস.
ব্যাপিয়া মেদিনী অনন্ত আকাশ ;
বুঝাও পাগলে—হেপুত্রঃ সলিলে !

কাল্পনিক তাহা অথবা নয়?

গোপনে গোপনে সে বীর্য্য বিকাশে
সহ রাজলক্ষ্মী কাঁপিল তরাসে
মোগল সাম্রাজ্য ; বিহীন-শকতি
চৌর হিন্দু তুচ্ছ কাফেরের প্রতি
মোগলের দৃষ্টি ? শীবজী-দমন
অদভূত চিন্তা কহ কি কারণ
যবন রাজেন্দ্র বদন কমলে
বিমর্ষতা কালী ঢালিল সবলে ?
বুঝাও জননী—বুঝিব কেমনে
অজ্ঞ আমি—হেন বিস্মৃতিচয় ?

সে কনক দীপ সহসা নিভিল
সহসা সহস্র চিকুর খসিল
ভারতের শিরে ; শিখিল কাঁদিতে
অভাগী ভারত ; শোক বারিধিতে
ভারত নিবাসী অনন্ত ভাসিল ?
কি প্রকার ইহা—কেমনে হয় ?

কত বলি মাগো ! ক্রমশঃ প্রবল
(পূর্ণিমায় যথা জলধির জল)
উথলে কল্পনা মানস মাঝে ;

প্রকৃতি-পুত্তলী—অনন্ত যৌবনা
পঞ্চতন্বী সমা (কোমল জীবনা
এক বৃন্তে পঞ্চ গোলাপের দাম)
পঞ্চ স্রোতস্বিনী যথা অবিরাম
হাসি হাসি চলে সাগরের কোলে ;
সেই পঞ্চনদে ইতিহাসে বলে
রণজিৎ জন্ম ; (জিনি কোহিনুর
কীর্ত্তি-ভাতি যার স্নিগধ মধুর ?
কি জানি কি ক্ষণে ফুটিল সে ফুল
ভারত কানন করিল আকুল
শীতল সুবাসে ; কম কলাধর
শরতের শশী হতে স্নিগ্ধতর
জ্যোতিঃ পুঞ্জ তার ; বেড়িয়া মেদিনী
প্রভাছটা তার চিত্ত বিনোদিনী
ভারতের বক্ষে পড়িল প্রচুর ;
জ্বলিল উষ্ণীসে দীপ্ত কোহিনুর ;
প্রদীপ্ত প্রভায় যথা তারামণি
চন্দ্ররেখা মস্তকে উজ্জল 'রাজে।

কিন্তু ধন্য কাল ! বাখানি অপার
অসীম অনন্ত ক্ষমতা তোমার !
তোমার গরাসে, তোমার গহ্বরে
কি না হয় লীন জগত মাঝারে ?
কোথা কোহিনুর রণজিৎ শিরে—
কোথা কোহিনুর য়ুরোপ শরীরে
বিকাশি'ছে বিভা—কোথা রণজিৎ
কোথা সে ভারত ত্রিলোক বিদিত—
(আর) কোথায় বিলাত—ভিক্টোরিয়া বাস
অবনীর প্রান্ত—সুদুর আকাশ ?
আজি যার পদে সমগ্র ধরণী
লুণ্ঠিতা—সদ্বীপা—বিপুল অবনী
করস্থ যাহার—আজিকে যে জাতি
প্রতিভাশালিনী—ব্যাপ্ত যশোভাতি ;
যার পদভরে—ভীম হুহুঙ্কারে
বৃথা গর্ব্বতেজে—ঘোর অত্যাচারে
শঙ্কিতা বাসুকী—প্রকৃতির সাজ

উপাড়ে যে জাতি—দর্পভরে আজ;
উচ্চ হিমাচল ধরণী লুটায়
সাগরের স্রোত উজানে বহায়,—
আজিকে যে জাতি মানস মাঝারে
সৃষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ ভাবে আপনারে—
অনন্ত ভুবন—অনন্ত বিস্তার
তৃণ তুল্য আজ—বিবেকে যাহার—
পক্ষপাত যার—অঙ্গের ভূষণ
সভ্যতা যাহার—পরপ্রপীড়ন—
ভীষণ কালের ভীষণ গরাসে
কাল কি সে জাতি হয়না লীন্?

তাই বলি কাল! ধন্যহে তোমায়
প্রভুত্ব তোমায়—ধন্য ক্ষমতায়—
বিশ্বচক্রগতি—পলকে ফিরাও
পলকে অদ্ভুত প্রতাপ দেখাও;
কত গ্যালিলিও—কত ইউলিসিস্
পার্থ—বোনাপার্টি—কত সক্রেটিস

বর্জ্জিল—হোমার—ব্যাস—কালিদাস
কত সে মিলটন—অনন্ত-আবাস
ক্রোড় দেশে তব চিরনিদ্রা যায় ;
কত রোম গ্রীস—স্বর্গীয় বিভায়
ঘুমাইছে চিরচেতনাহীন।

তোমার (ই) প্রতাপে যদি সত্য হয়
অভাগী ভারত এত দুঃখ সয় ;
তোমার (ই) আগ্রহে, তোমার (ই) প্রতাপে
এচিরবিষাদে—এচির বিলাপে
দুঃখিনী ভারত—বহিছে কঙ্কাল ;
তোমার (ই) যতনে—হে নিঠুর কাল !
সহিছে ভারত নরক যন্ত্রণা—
স্বর্গের নন্দন পারিজাত হীনা
তোমার (ই) কারণে ; (রত্নউৎপাদিনী
রত্নহারা আজি দীনা কল্লোলিনী)
তোমার (ই) বিপুল প্রভাবে আমরি
যবনের দাসী—ম্লেচ্ছের কিঙ্করী ;

সাবিত্রী, জানকী, যাহার দুহিতা

সে ভারত আজি বারাঙ্গনা মাতা*

তোমার (ই) কৃপায় ; তাই বলি কাল !

শত ধন্যবাদ—তোমারে হায় !

যাক কি বলিতে কি বলিনু মিছে

কই দেখি ! কই আসিনু যে কাছে

ভারতের কীর্ত্তি—ভারত কাহিনী

লইতে বুঝিয়া—কই বুঝালেনা

সত্য মিথ্যা তুমি কিজান তার ?

নীরবিল যুবা—ব্যক্তৃতা ঝরণা

বর্ষিল তা'সহ—ভক্তির কণা

ছুটিল নয়নে—প্রেমবিন্দুমালা

উঠিল ললাটে—চিকণকার ;

* Hindu Idolatry and English Enlightenment.

By Rev. W. Hastie B. D.

পাগল-প্রলাপে—হাসিল চন্দ্রমা
দ্বিগুণ উজ্জ্বল—নক্ষত্র সুষমা
শোভিল অম্বরে—ভগ্নমেঘদাম
ভাসিল চৌধারে—দ্রুত—অবিরাম
(পূর্ব্বস্মৃতি যেন জাগিয়া উঠিল)
বীচিমালা কোলে—সাগরে ছুটিল
সাগর প্রেয়সী—হাসিল প্রকৃতি
প্রফুল্ল যৌবনা—যুবতী প্রায়।

শ্বেত শ্মশ্রুরাজিশোভিত বদন
ভাত্রাভ—জ্বলন্ত—আরক্ত লোচন
স্বরগীয় কান্তি—প্রশান্ত মুরতি
কে এক সন্ন্যাসী—(উপজে ভকতি
হেরিলে সহসা) আছিল অদূরে
শুনি' সে বক্তৃতা—জলদ গম্ভীরে
ডাকিল পাগলে "আয় বৎস ! আয়'

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

বাসন্তী পূর্ণিমা—মরি ! কুমুদ রঞ্জন

হেসে হেসে, ভেসে ভেসে, খেলায় কেমন !

কভু কালমেঘে ঢাকে

কভু বা মাধুরী মাখে

কোহিনুর কান্তি চারু তারকা বল্লরী

সাপটি' কভু বা তোলে প্রমোদ-লহরী।

শোভা ধরেনা আমরি !

আর উজ্জ্বল তারকা

নীলিম গগন গায়,

মরি রে ! কি শোভা পায় ?

সরস সুধাংশু কোলে

মৃদু পিরীতি হিল্লোলে

মানস-ভুলান মূর্ত্তি করেছে ধারণ ;

তায়—

চাঁদের কিরণে ঢাকা
স্নিগধ অমিয়া মাখা
ছড়ায়ে স্বরূপরাশি
ছড়ায়ে মধুর হাসি—
মরি! মরি! প্রাণ খুলে
প্রেমের নিশান তুলে—
শশীরে কাণ্ডারি ধরি'
ছেড়েছে প্রেমের তরী

ভেসেছে শশীর সাথে নীলাম্বর সরে।

যেন দেখা'তে সংসারে—

সে প্রণয়ে পাপ নাই—
সে প্রেমে কলঙ্ক নাই—
মনের মিলন হ'লে
সদা প্রাণ চায় বলে

প্রবৃত্তি-নিগড়াধীন—মানবের মন
যে প্রেম সাধনে করে দেহ উদযাপন।
কিন্তু সংসারের খেলা—

এই আছে, এই নাই, ইন্দ্রজালময়।—

কালমেঘ, অই এল
অই শশী লুকাইল
নিভিল প্রমোদ রাশি
নিভিল তারকা-হাসি
নিবিড় তিমির পশি' গ্রাসিল কামনা ;
সাজিল আঁধার ধরা চন্দ্রমা-বাসনা ;—
কিন্তু পলকে দেখনা

উড়ে গেল মেঘমালা
আবার ভুবন আলা—
সেই শশী সেই হাসি
সেই সে তারকা রাশি—
মোহিনী মাধুরী সেই
প্রেমের তরঙ্গ সেই—
কলঙ্কী চাঁদের পাশে
সেই তারা ঘেঁসে আসে,
কালশশী পাশে যেন ব্রজের অঙ্গনা
মরি ! রূপে অতুলনা !

হেথা প্রহৃষ্ট মানস—

শশী-তারা খেলা দেখি' মাতিয়া উল্লাসে

পঞ্চমে নিনাদি' তান

ধরিল মধুর গান

মৃদুল ললিতে পিক তরুকণ্ঠ পাশে ;

মৃদু পবন পরশে

কুঞ্চিত কুসুম থর

কোমল মৃনাল স্তর

শিহরিল প্রাণে প্রাণে হৃদয় উচ্ছ্বাসে—

আধ-কোটা কুসুমেরে

(আর(ও) যেন রঙ্গ করে,)

কোমল পাপড়ি গুলি করি' সঞ্চালন

লম্পট পলা'ল দূরে—বাসন্ত পবন—

অস্ফুট কলিকা দল

সরলতা চল চল

নির্ম্মল হৃদয়ে তার—নির্ম্মল ভুবন ;—

নির্ম্মল প্রমোদে আহা—ঢেলেছে জীবন !

আজ বাসন্তী পূর্ণিমা
সুন্দর আকাশ পট
সুন্দর তটিনী তট
সুন্দর নিশীথ শোভা প্রকৃতি সুন্দর—
নিভৃতে—নগর প্রান্তে—নিথর গগনে

স্নিগ্ধ-ফুল-রেণু-বাহী বসন্ত-পবনে
পূতধারা জাহ্নবীর
সুমধুর—সুগভীর
মৃদুল—কল-নিনাদে—অপূর্ব্ব-মিলনে
লুকাইল অবসাদ—প্রশান্ত বদনে
পাগল সন্ন্যাসী সনে
কুতূহলী—ক্ষুণ্ণ মনে
পাশরি' নগর-শোভা—গাঙ্গিনী-সৈকতে
চলিনু—নিশীথ-যাত্রী—চাহি তপোব্রতে—
সুদীর্ঘ ত্রিপুণ্ড্র তার
গাম্ভীর্য্যের পূর্ণাধার
ভূমি স্পর্শী জটাজুট চুম্বিত-চরণ
যৌবনের অবনতি

পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী

পলিত বিশাল দেহ করিছে ঘোষণ।

ললাট প্রোথিত কায়

কুঞ্চিত—ভ্রূভঙ্গী তায়

অস্ফুট—অদৃশ্য—যথা সাগরের তীরে

কৃষ্ণা বিহঙ্গিনী দাম বসিয়া সুধীরে।

জ্বলন্ত নয়নদ্বয়

তারাখণ্ড তেজোময়—

জ্বলি'ছে—প্রদীপ্ত যেন বদন-মণ্ডলে ;—

চাঁদের কিরণে আজি

দ্বিগুণ সুশুভ্র সাজি'

পড়িয়াছে শ্মশ্রুরাজি চারু বক্ষঃস্থলে—

একে সে গম্ভীর কায়,

লোহিত গেরুয়া তায়,

কর শোভা ত্রিশূলের প্রচণ্ড-গঠনে

কত কি চিন্তায়—এক পশিনু কাননে।

হায়রে হইলে কবি, কল্পনায় ধরি'
দেখাতাম প্রতি জনে
নিশীথে—নিবিড় বনে
কি অপূর্ব্ব সাজে সতী প্রকৃতি সুন্দরী!
চিত্রকর হ'লে পরে
কোমল তুলিকা ধরে
মিটা'য়ে মনের ক্ষোভ—প্রাণপণ করি'
চিত্রিতাম যতনে সে মোহনী মাধুরী।
দেখাতাম তন্ন করে
প্রতি পরমাণু ধরে
নির্ম্মল সৌন্দর্য্য তার সুদীপ্ত কেমন?
বুঝা'তাম তাহা হ'লে
অবাধে—রাজর্ষি-দলে
প্রভুত—প্রাচীন তম—কাননে ভীষণ
করিত বার্দ্ধক্য কেন সহর্ষে যাপন?
নিরময় কপাটেরে
প্রযোর্জে—যতন করে

দেখা'তাম দুর্গম সে অটবী ভিতর
মৃগেন্দ্র—হরিণ শিশু—খেলি'ছে সুন্দর ;
দেখা'তাম অকপটে
বিরলে—তড়াগ-তটে
প্রাণী মাত্র নাই যথা করিতে দর্শন ;
শার্দ্দূল—শৃগাল সহ
নিরমল অহরহঃ
উভয়ে—উভয়-হৃদি—করি'ছে বন্ধন—
আকারে বিভিন্ন মাত্র অন্তরে মিলন।
নিরদয়—হিংস্র দলে,—
করে ধরি'—সুবিরলে
দেখা'তাম—পার্শ্বস্থলে—কিবা প্রাণখুলে
নাচি'ছে ভুজঙ্গ ভেক—আত্মধর্ম্ম ভুলে।
হতাশ প্রেমিক ধরি'
দগ্ধ চিত্ত শান্ত করি'
বুঝা'তাম কত তরু নবীন যৌবনে—
ভেঙ্গে ছিল—দাবদগ্ধ—কিবা প্রভঞ্জনে ;

প্রাণের লতিকা তার
কাল-করে—দুর্নিবার
ভেঙ্গে ছিল—সেজে ছিল—কোমল জীবনে
ভীমা যোগিনীর বেশে—কিন্তু শুভক্ষণে
সেই তরু—সেই লতা
সেই পুনঃ—উপগতা
সাধের তরুর কণ্ঠে—দগ্ধ তরু-প্রাণ
ক্রমশঃ সরস—দেখ বিধির বিধান।—
গিয়াছে সে দিন তার
গিয়াছে—বিষাদ-ভার
ঘুচিয়াছে "হা প্রেয়সী"—বিরহ-যাতনা
কে বলে—ভাঙ্গিলে মন—জুড়িতে পারে না।
উন্মত্ত ভাবুক জনে
(কানন-সরসী-সনে
চন্দ্রমার হাঁসি খুসি—গভীর নিশাতে,
বন বিহঙ্গিনী গান,
তরল পাপিয়া-তান,

স্বর্ণ প্রভা—উৎসদল-অজস্র-সম্পাতে,

প্রফুল্ল প্রসূন 'পরে

হিম বিন্দু নৃত্য করে

বাসন্তী চাঁদিমা-কণা—স্নিগ্ধ সুষমাতে

পড়েছে তাহার গায়,

মরিরে—কি শোভা তায়

ধরেছে সুন্দর ফুল) বাসনা দেখা'তে।—

বিনোদ বিতান 'পরে

বসন্তে—প্রমোদ ভরে

গাই'ছে পঞ্চমে পিক—ললিত নিস্বাদে

পবিত্রতা প্রতিকৃতি রাজে নির্ব্বিবাদে।—

অগাধ—অতল স্পর্শী—চিন্তা-পারাবারে—

ভাসিলাম—ডুবিলাম—লহরে লহরে—

যোগী পদ লক্ষ্য করি'

ধীরি ধীরি—অগ্রসরি'

অতিক্রমি' অরন্য'নী—নদী-নদ-ধার—

সুবিমল শশী মুখ—দেখিনু আবার—

কিন্তু হায় ? কতক্ষণ ? মুহূর্ত্তে সে সুখে
দিতে হ'ল জলাঞ্জলি ?—হেরিনু সম্মুখে
হিমাচল উচ্চকায়
অলঙ্ঘ্য—অসংখ্য—তায়
অভ্রভেদী শৃঙ্গমালা—অম্বর ভেদিয়া
অতল শূন্যেতে যেন গেছে মিলাইয়া—
বিস্ময়ে—ত্রাসিত প্রাণে
চাহিনু তাহার পানে—
কি দেখিনু—কেমনে তা' ক'ব প্রকাশিয়া ?
তরাসে উড়িল প্রাণ
ঘনশ্বাস—কম্পমান
এই সে পৃথিবী-প্রান্ত ভাবিলাম মনে—
ধবল—তুষার ময়
সহসা প্রতীতি হয়
বহুল হিমানীস্তূপ একত্র মিলনে—
প্রকাণ্ড—ভূধর সম
সুবিস্তৃত—উচ্চতম
নিবিড় নীরদ মালা সেজেছে সুন্দর—।

অসংখ বিটপ তায়

নীলিমা মাখিয়া গায়

নবীন পল্লব-সাজ—'রাজে মনোহর ?

স্তিমিত—হিমানী 'পরে

শশীর কিরণ ঝরে

কুঝ্‌ঝটি-মণ্ডিত যথা ধরণী উপর

পৌর্ণমাসী—রাখী আভা—ঝরে স্নিগ্ধকর।—

মানসিক চিন্তা ভার বহিতে বহিতে—

ধীরে ধীরে—অন্যমনাঃ—উঠিনু পর্ব্বতে—

পবিত্র—লোচণ লোভা

সুন্দর—শিখর শোভা

নবীন—অদৃষ্ট পূর্ব্ব—দেখিতে দেখিতে—

লঙ্ঘিনু নিমেষে গিরি মোহ মুগ্ধ চিতে—

কিন্তু হায়—একি পুনঃ—কহগো কল্পনে !

অদ্ভুত এ ছল তব—বুঝিব কেমনে ?

বিচিত্র কুহক ভরে

কোথায় আনিলে মোরে ?

জড়িমা-জড়িত-মন-মুগ্ধ-ইন্দ্রজাল ?
বিস্ময় প্লাবিত আমি কেন এ জঞ্জাল ?—

অসীম—যোজন-ব্যাপী—সৌধমালা কার ?
কেবা সে বিচিত্র শিল্পী—এ কাজ যাহার ?
কেবা এর অধিপতি ?
বিধাতা কাহার প্রতি
এ হেন সদয় ?—কেবা হেন ভাগ্যবান ?
হয় কি অলকা-পতি তাহার সমান ?

কনক কিরীট মালা—পরশে অম্বর—
মুক্তাবলি স্ফটিকের—নেত্র-মোহকর—
অসংখ্য গবাক্ষ পথে
সুস্নিগ্ধ আলোক-স্রোতে
হিরণ্ময় স্তম্ভশৃঙ্গ—ভাসি'ছে সুন্দর
অগণ্য সে হর্ম্ম্য-শ্রেণী—রাজে মনোহর।

উন্মুক্ত তোরন দ্বার—দেখি ঊর্দ্ধে তার—
পূর্ণ শশী—হাসি হাসি—ঢালে সুধাধার—

অদূরে মেঘের কোলে
অচলা চপলা দোলে
হীনপ্রভ শশী তার প্রভার ছটায়—
চারিধারে তারা পুঞ্জ নিমীলিত প্রায়
স্তবধ—প্রশান্ত পুরী—প্রথম পরশে
প্রাণী মাত্র নাই যেন উপজে মানসে—
গম্ভীরা প্রকৃতি সতী
সচেতা নির্ম্মল মতি—
'রাজে তথা পবিত্রতা নিথর হিল্লোলে—
শান্তি যথা পৌর্ণমাসী মৃগাঙ্ক-মণ্ডলে।

নির্ব্বাক—নিস্পন্দ চিত্ত—বিলুপ্ত-চেতন
অদ্ভুত সে ইন্দ্রজাল করিনু দর্শন।
ধীরি ধীরি অগ্রসরি'
বহির্দ্বার পরিহরি'
পশিনু প্রধান-দ্বারে—দেখিনু উপরে
"স্মরণ তোরণ" লেখা জ্বলন্ত অক্ষরে।

অশেষ—বিচিত্র ভাব—উদিল অন্তরে—
উথলিল চিন্তা স্রোতঃ—লহরে লহরে।
বিমুগ্ধ সে হৈমদ্বার
সুধীরে হইনু পার
আপনি—আপন হারা—হৃতজ্ঞান প্রায়
সহসা পশিল কর্ণে—"আয় পান্থ আয়"

ধীরি ধীরি ধীরি— যোগী সাথে চলি'
কত সে পুরী অঙ্গন
রাখিয়া পশ্চাতে— দেখিতে দেখিতে
করিনু নৈশ ভ্রমণ।
বিচিত্র বিটপি— স্বরগীয় কান্তি
সুগন্ধ প্রসূন কত
চারু উপবন— প্রমোদ কানন
নিসর্গ নির্ম্মান যত—
স্বতৃপ্ত লোচনে, নেহারিনু সব
প্রমোদে নাচিল প্রাণ

আমোদে বিভোর, হইল মানস
পাইলাম দিব্য জ্ঞান।
সুচির বসন্ত, বাসন্ত অনিল
চুমি' কিসালয়কায়—
হরি' ফুলরেণু সুবাস-আপ্লুত
মৃদুল বহিয়া যায়।
সুচির যৌবনা বল্লরী কলাপ
সুচির বসন্তে তায়
ফুল দল কোলে শোভে চির দিন
লাবন্য মাখিয়া গায়।
দেখিনু কোথাও, সুরবালা কুল
বিলাসে অবশ তনু—
চলি'ছে—অদূরে, ভ্রমে ফুলবাণ
হাতে লয়ে ফুলধনু।
কোথাও বিহরে মত্ত দেবদল
মাতোয়ারা সুধাপানে—
কোথাও তমালে কুহরে কোকিল
মুনিমোহকর তানে।

কোথাও সরল আদিত্য-কুমার
শশী সনে খেলা করে;—
কভু বা চকিতে, ইন্দ্রায়ুধ ধরে
বাল্য চপলতা ভরে
অতুল প্রমোদে, দেখিতে দেখিতে
ভ্রমিলাম কতক্ষণ
ক্ষণপরে এক, হিরন্ময় দ্বার
করিলাম দরশন।
মুনিবাক্য মতে পশিনু তোরণে
দেখিনু উরধে তার
প্রদীপ্ত প্রভায় জ্বলিছে অক্ষর
লেখা "সতীকুঞ্জদ্বার"।
নব কুতূহলে চিত্ত উছলিল
বাড়িল উল্লাস মনে—
মৃদু পদক্ষেপে চলিনু সম্মুখে
সতীকুঞ্জ দরশনে।

পবিত্রতা মাখা সে নব মাধুরী
সে সুষমা পুরোভাগে—
সহকার শ্রেণী মধ্যে সেই পথ
এখন(ও) মানসে জাগে।
উদাস—উধাও পার্থিব নয়ন
মুগধ অচেত প্রায়—
ধাইল চৌধারে এল ফিরি' পুনঃ
বাড়িল পিপাসা তায়।
ত্রিদিব প্রকৃতি ত্রিদিব মাধুরী
অপূর্ব্ব ত্রিদিব-শোভা,
নবীনতা মাখা ঢল ঢল ক'রে
ভাবুক-মানস-লোভা।
কত শত ফুল কলিকা মুকুল
শিশিরের মালা পরা—
সদাই প্রফুল্ল মুখে মৃদু হাস
সরল—সোহাগ ভরা—
অচেনা দেখিয়ে রহিল চাহিয়ে
কোমল অপাঙ্গ করি'—

কতই হাসিল, কতই বলিল
পরস্পর গলা ধরি'।
দেখিনু কোথাও ফুলের মাঝারে
ফুল জিনি প্রভাময়ী
সুর সীমন্তিনী লাবণ্যের লতা
ভ্রমে ফুল অবচরি'।
ফুলে রচি' ঘর ফুল শয্যা'পর
হেরিনু কোথাও বনে,
অগাধ নিদ্রায় ঢেলেছে জীবন
বালাকুল একাসনে।
কোথাও বা দেখি মাধবী কুঞ্জেতে
শীতল সুবাস ময়,
হেথায় হোথায় ছুটিয়া বেড়ায়
এক প্রাণা বালাচয়।
অবশ চিত্তেরে সজীব করিয়া
চলিনু যোগীর সনে ;
চাহিনু পারশে, দেখি মন্দাকিনী
ছুটি'ছে অস্ফুট স্বনে।

ভাসে বক্ষে তার ক্ষুদ্র তরী এক
লহরে লহরে দোলে ;
প্রফুল্ল অন্তরে হাসি' চলে নদী
নারীময়ী তরী কোলে।
রসিক চন্দ্রমা ঢেলেছে কিরণ—
ফুটেছে কৌমুদী তায়—
আমরি ! যেনরে মরকত হার
দুলি'ছে তরণী গায়।
পুরুষ-পরশ নাহি তরী'পরে
বহে তরী নারী ভার ;
নারী ধরি' দাঁড় বাহি'ছে উজান
নারী তার কর্ণধার।
স্নিগ্ধ পবিত্রতা জীবন্ত পরভা
সরলতা মুখে ফোটে—
জ্যোতি তেজ যেন আকার ধরিয়া
প্রশান্ত অঙ্গেতে ছোটে।
হৃদয় খুলিয়া করে জল-কেলি
ফুল্ল—কুতূহলী প্রাণ ;

আমোদে বিভোর প্রেম মাতোয়ারা
ধরিল মধুর গান—
"হাস হাস হাস হাস হে শশী!
মধুর হাসি হাস না—
হাসি ভরা মুখে হাসি ভাল বাসি
সাধে বাদ শশী সেধনা।
হাস্‌না পারুল! হাস্‌না কমল!
সোণার মুখেতে হাস্‌না কেবল—
বিনোদ অধরে বন-ফুল দল
হাসি রেখা দেখে মুছোনা—
(মোরা) হাসি ভরা মুখে হাসি ভালবাসি
রাখ আমাদের সাধনা।
বন বিহারিণী বন-বিহঙ্গিনী!
বন-লতাকুল লো ফুল মালিনী!
কানন রঙ্গিনী বন সুশোভিনী
বন-দেবী সাথে হাসনা;—
হাসিতে নিশাতে হাসি ভাল বাসি
পুরাও মোদের বাসনা।

অনেক কেঁদেছি হৃদয় বেঁধেছি

ছিলাম মরতে দুঃখিনী যবে,

অনেক সহেছি অনেক জ্বলেছি

অনেক পুড়েছি পাপের ভবে।

স্তরে স্তরে দহি' ভীম দুঃখানল

কোমল অন্তরে উঠেছে কত—

নয়নের জলে নিভায়েছি তাহা

রোদন করেছি সাধন ব্রত।

কভু সাধ হ'ত যাই উড়ে যাই

পাপের সংসার ছাড়িয়া পলাই

আবার হৃদয় চেপেছি;

নয়নের জলে ভিজায়েছি মন

কেঁদে কেঁদে বুক বেঁধেছি।

কতই কেঁদেছি ভুলেও শুনেনি

কতই পুড়েছি দেখেও দেখেনি

জেনেও জানেনি যাতনা—

গিয়াছে রোদন সে যাতনা রাশি
তাই মোরা এত হাসি ভাল বাসি
হাস্‌রে প্রকৃতি হাস হাস শশী
সাধে বাদ মিছে সেধনা—
(মোরা) হাসি ভরা মুখে হাসি ভাল বাসি
হাস আমাদের সাধনা।
(শশী) হাসিতে মিশা'তে হাসি ভাল বাসি
পূরাও মোদের বাসনা"।

উঠিল সঙ্গীত নৈশ শূন্যপথে
শূন্য দেশ মৃদু কাঁপিল।
শুনিনু চলিনু ক্রমশঃ সম্মুখে
"কবিকুঞ্জ" দ্বার আসিল।
ধীরি অগ্রসরি' কুঞ্জে উত্তরিনু
নবীন পিয়াসা মনে;
আবার নূতন অবাক হইনু
কবিকুঞ্জ দরশনে।
কুঞ্জ কুঞ্জবালা, মাধবীর কুঞ্জ,
ফুলশয্যা—ফুলখেলা,

রম্য কুঞ্জবন, প্রমোদ কানন,
সরল—সোহাগ মেলা,
পাখী প্রেমনাচ, প্রেমের বাতাস,
প্রেমের তরণী জলে,
প্রেমের সঙ্গীত মানস নাচান
শূন্যে ভাসা কুতুহলে,
নাহি হেথা কিছু; গম্ভীরতা মাখা
প্রশস্ত—অঙ্গন মাঝে
মত্ত কবিকুল বসিয়া চৌধারে
আকুল—উন্মত্ত—সাজে।
কমল কানন বিহারিণী বামা
মাঝে বীণাপাণি তার;
কপালে কৌস্তুভ উগরে কিরণ
গলে মণিময় হার।
স্বর্গীয় সৌরভ ব্যাপ্ত দশদিশি
জীবন্ত প্রতিমা হ'তে;
চারি পাশে মরি! বাণীপুত্রগণ
পুজে বাণী নানামতে।

গৈরিক বসন শোভে সে সবার
মধুময়ী বীণা করে ;
নিয়ত তা' হ'তে ত্রিলোক মাতান
অপার্থিব সুধা ঝরে।
কভু সমস্বরে তোলে কুলুস্বনে
স্বরগ ভেদিয়া তান ;
পরতে পরতে প্রাণ মাতাইয়া
উঠে সে মধুর গান।
নিজ নিজ ভাবে নিজেই বিভোর
কভু কাঁদে—কভু হাসে ;
ভারতী প্রসাদ সুধা মাতোয়ারা
বসি, ভারতীর পাশে।—
বিকট ভৈরব কেহ বা আলাপে
ঝঙ্কারে পরাণ কাঁপে ;
জলদ গরজে বাঁধা যেন সুর
স্বর্গ অগ্নিময় তাপে।
শুনিনু সে গীত প্রতি রন্ধ্রে যেন
ছুটিল তড়িত বেগে ;
অনিল ‘।ঝড় প্রবল হুঙ্কারে—
চপলা নাচিল মেঘে।—

নাচিল চপলা স্বনিল পবন
সে বীর গাথার সাথে,
পশু পক্ষী কীট হইল অচল
সে বীনা ঝঙ্কার পাতে।—
"ছিল একদিন" বাজিল পঞ্চম
"ছিল একদিন ভারত ভূমে;
ছিল একদিন ভারতের বক্ষঃ
আঁধার ছিলনা আবেশ ধূমে।
ছিল একদিন আর্য্যাবর্ত্ত যবে
অনন্ত গগনে তুলেছে কেতন;
ছিল একদিন ধরণীর গলে
ভারত আছিল প্রধান ভূষণ।
আজ সে ভারত আজ বক্ষঃ তার
বিলাস আবেশে নিয়ত ধূম্রল;
আজ মহানিদ্রা বিভ্রান্ত—বিঘোর
অবশ তাহার সন্তান সকল।
ভারত ঈশ্বরী উড়িত কেতন
এখন(ও) গগনে উড়ি'ছে ভাই;

অর্থে উভয়ের কত বিভিন্নতা:—
স্বরগে মরতে বুঝি তা'নাই।
ধরণীর ভূষা রত্নের ভাণ্ডার
প্রাতঃস্মরণীয় আর্য্যের বাস
ভারত—আজিরে হীনতা-উপমা
দারিদ্র্য-আগার—নরক-শ্বাস।
ছিল একদিন ভারত-হৃদয়ে
দ্বেষ—হিংসা—যবে পায়নি স্থান ;
ছিল একদিন "একতা জীবন"
প্রতি গৃহে যবে হইতে গান।—
ছিল একদিন কুরুক্ষেত্রে যবে
উঠেছিল নর-শোণিত-স্রোত ;
ছিল হেন দিন দিগন্ত ছাইত
স্বর্গ-সুধাময় "জননী ভারত"।—
আজ সেই দেশে অশান্তি-প্লাবিত
ভ্রাতায় ভ্রাতায় না রহে মিলন ;
সে আর্য্য প্রসূত আজ সে জাতির
আত্ম-বিসম্বাদ প্রধান ভূষণ।

একতা আজি বে চিন্তা-বিভীষিকা
কল্পনার ছায়া সে মধুর জ্যোতিঃ
দাসত্ব—প্রধান লক্ষ্য—জীবনের
পর-পদ-সেবা একমাত্র গতি।

সেই কুরুক্ষেত্র বক্ষঃ প্রসারিয়া—
অচল—নিস্পন্দ—নিমগ্ন তন্দ্রায় ;
নাহি লঙ্কাপুরী নাহি সে রাবণ
আছে ভস্মরাশি স্তিমিত প্রায়।—
পলক সম্মুখে সে লীলা-উদ্যান
অতীতের গাথা—গাঁথা হৃদি'পরে—
তবু সে জাতির প্রোথিত গৌরব
"ভীরুতা-হীনতা-বিশিষ্ট সংসারে"।—
"জননী ভারত" শ্রবণে তাদের
পুরাতন কথা—অসার প্রলাপ ;
স্বর্গ গরীয়সী জন্মভূমি-লীলা
পদার্থ-বিহীন—কলঙ্ক-কলাপ।—

রাজস্থান—অহো মর্ত্তে স্বর্গ ভূমি
তাও কি এদের হয়না স্মরণ ?

রাজোয়ারা-কীর্ত্তি দেবতা-দুর্লভ
তাওকি এখন বিস্মৃতি-মগন ?
যত দিন ধরা চন্দ্র সূর্য্য শশী—
যত দিন গ্রহ গ্রহে ছুটে যায় ;
সে বীর-কাহিনী সে পবিত্র কথা
সুখ-স্মৃতিচ্ছবি—কে নাশে তায় ?
বীর বাপ্পারাও বাদল, সংগ্রাম
প্রতাপ—শীবজী—সন্তান যাহার ;
ভীরুতা-আগার 'আখ্যা আজি তার
বিধাতঃ!—এ তব কেমন বিচার ?"।

নীরবিল বীনা দ্রুত প্রতিধ্বনি
মুহূর্ত্তে স্মরগ করি' অন্বেষণ ;
শুভ্রতার আনি' দিল রাজ্য ভার
সুরপুরী যেন হ'ল অচেতন।
পাষাণ-মূরতি প্রাণ হীন যেন
ছিলাম নির্ব্বাক—সহসা শ্রবণ

পড়িল পারশে, শুনিনু সন্ন্যাসী
কহি'ছে পাগলে করি' সম্বোধন—
"এই পান্থবর! কবি কুঞ্জ ধাম
বিহীন তুলনা ত্রিদশ-ভুবন;
এই সার ভূমি পূর্ণ্য স্বরগের
পারিজাত যথা নন্দন শোভন।—
প্রীতি, পবিত্রতা বিহরে নিয়ত
নিয়ত মলয়া সুগন্ধ বিলায়;
প্রকৃতি-প্রকৃতি সদা সুশীতল
শশাঙ্ক আপনি—কিরণ মাখায়।
সেবি'ছে ভারতী মত্ত কবি দল
বাহ্য জ্ঞান হীন সদা অচেতন;
আপনার ভাবে আপনি বিহ্বল
অন্তর জগতে করি'ছে ভ্রমণ।
দেবীর চরণ যতনের ধন
বাছি' তুলি' ফুল—অঞ্জলি ভরিয়া—
সে চরণ' পরে রাখে উপহার
আনন্দে অধীর প্রমত্ত হইয়া।

স্থধাময়ী বীণা ত্রিদিব মোহিয়া—
বরষে মধুর—মধুর নিক্কণে ;
সেবিয়া সে স্থধা স্বর্গ মাতোয়ারা—
তুল্য কবি-গীতি কিবা ত্রিভুবনে ? ।
দেবীর সম্মুখে অই যে গাইল
অই সে বাল্মীকি—কবি রত্নাকর
অই পাশে তার ব্যাস—কালিদাস
ভবভূতি অই—গাম্ভীর্য্য-সাগর।—
জাননা সবারে— দেখ পরিচিত
অই জয়দেব বসিয়া এধারে—
কবি বিদ্যাপতি চণ্ডিদাস সাথে
বৈষ্ণব গোবিন্দ—বিনত আকারে !
অই সে মুকুন্দ ব্যাপ্ত কীর্ত্তি যার
অই কাশী—অই কবি কীর্ত্তিবাস ;
রসের সাগর রায় গুণাকর
অই মুখে মৃদু ভাসি'ছে হাস।—
আদরের ধন মধু মধ্যস্থলে
আঁধার বঙ্গের উজ্জ্বল রতন—

যে বীনা নিস্থৃত অমৃত নির্ঝরে
গৌড়বাসীদল—এখন (ও) মগন।
দুই পাশে তার দেখ পান্থ। চাহি'
পড়ি পঞ্চ শূন্য কবির আসন—
বঙ্গের আকাশে পাঁচ তারা ভাসে
ও পাঁচ বেদিকা তাদের (ই) কারণ।—
একটি উজ্জ্বল বঙ্কিমের তরে
ফুল্ল হেম চন্দ্র বসিবে অপরে—
বিরহ-সন্তপ্ত নবীন—ঈশান
একত্রে রহিবে—অই পরে পরে।—
মাঝে অবশিষ্টে সুধীর রবীন্দ্র—
আলোকি' বসিবে—কবি কুঞ্জ বন—
দেবের দুষ্প্রাপ্য এ রম্য নিকুঞ্জ,
এ রতন চয়ে—করিবে ধারণ।—
ফিরিল সন্ন্যাসী সাথে সাথে মোরা
ফিরিলাম হেরি' কবি কুঞ্জ বন ;
"অদূরে নেহার বীর কুঞ্জ ভূমি"
শুনিনু পুলক-বিমোহিত মন।—

চলিলাম দ্রুত সে কুঞ্জ উদ্দেশে—

কতক্ষণ পরে—বিমান ভেদিয়া

উঠি'ছে সঙ্গীত, (সতী কুঞ্জে যথা)

পেলাম শুনিতে—ত্রিদশ মোহিয়া।—

প্রথমে অস্ফুট সুদূর নিস্বন—

যতই সমীপে উতরিনু আসি—

প্রতি গীতি কথা বাজা' ধীরি ধীরি

বরষিল প্রাণে স্বর্গ সুধা রাশি।

* * *

* * *

তোরা—কে আসিবি ত্বরা আয়—

(হেথা) তপন কিরণ স্রোতে

ভাসেনা অনল কণা—

নাই রে কলঙ্ক রেখা শশধর গায়;

এদেশে কালিমা গাঁথা

প্রাণের গঠন নয়

খাদ্রিম স'পর্শে ভূণ পড়েনা হেথায়—

তোরা—কে আসিবি ত্বরা আয়।

এই সাধের প্রমোদ বনে—
মৃদু প্রেমের প্রবাহ ছোটে—
ফুটন্ত—অফুট কত
কুসুম সাঁতারে তায়—প্রফুল্ল বদনে।
পাথার অকুল বটে
ডুবিবার ভয় নাই—
ভাসিলে ডুবিতে হয় কেহ নাহি জানে
এই সাধের প্রমোদ বনে।—

এ সে পাপের জগত নয়—
হেথা সাদরে লইলে ঘ্রাণ
ঝরিয়া পড়েনা ফুল—
চুম্বিলে কপোলে তার কলঙ্ক না রয়;
পূর্ণিমায় কাল মেঘ
আকাশে ভাসেনা হেথা—
সদা প্রফুল্লতা—নাহি বিষাদের ভয়।
এ সে পাপের জগত নয়।

এই আনন্দ তরঙ্গ মাঝে—
কভু তীব্র নিরাশার ছায়া

আঁধার করেনা প্রাণ—

শীতল—স্বর্গীয়জ্যোতিঃ—হৃদয়ে বিরাজে ;

অতুল আনন্দ মাখা—

অতুল আনন্দ ময়

অতুল অনন্ত ধ্বনি—প্রাণে সদা বাজে—

এই আনন্দ ভবন মাঝে।

তোরা—কে আসিবি ত্বরা আয়—

আহা—অমৃত কিরণ ধারা

সোহাগে ঢালি'ছে চাঁদ

সুধার পাথার ওই—উথলিয়া যায় ;

ফুলেতে বিনান তরী—

ভাসা'য়ে হৃদয়ে তার

ভাসিনু সে সুধা-স্রোত-লহরী-লীলায়

সাথে—কে ভাসিবি তোরা আয়।

ছিনু আঁধার মরুতে যবে—

ছিল একটি দরিদ্র প্রাণ—

জনম-ভূমির তরে

করেছিনু বিসর্জ্জন—অবাধে—নীরবে ;

(আজ) প্রফুট—প্রতিভা পূর্ণ
প্রাণের রাজত্বে তাই
লভিয়া সহস্র প্রাণ ভ্রমি রে গৌরবে।
ভাবি—হাসি—কি ছিলাম ভবে।

তবে কায কি সে প্রাণে ছার?
যদি সাগরে তৃণের প্রায়
এই আছে—এই নাই
সে বোঝা মাথায় কেন বহ অনিবার?
"জননী জনম ভূমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী"—
সহর্ষে উৎসর্গ কর চরণে তাঁহার—
খোলা পা'বে—এ রাজ্যের দ্বার।

খোলা আছে—এ রাজ্যের দ্বার—
মোরা প্রাণের ভিখারি নই—
সদা, প্রফুটিত প্রাণ
করেতে অজস্র দিব প্রেম উপহার।
ঊষার শীতল জ্যোতিঃ
ঢালিয়া দিব রে তায়

সে জ্যোতিঃ—কালের গর্ভে—নহে লুকা'বার।
সমতেজে—রবে অনিবার।

তবে— কে আসিবি তোরা আয়—
ওরে অমৃত কিরণ ধারা—
সোহাগে ঢালি'ছে চাঁদ
সুধার পাথার ওই উথলিয়া যায়।
খুলিয়া রেখেছি দ্বার—
আসে পাশে ফুলবালা
সুরভি—নিশ্বাস ধরি'—আছে প্রতীক্ষায়।
এ রাজ্যেতে—কে আসিবি তোরা আয়।

ফুরাইল গীতি উঠিনু চমকি'
পলাইল নিদ্রা স্বপ্ন-সুখ হরি'—
কোথা স্বর্গধাম? কোথা সে পাগল?
আমি বা কোথায়—বলিনু শিহরি'।

সমাপ্ত।